দৈনিক খবর

তারিখ ... 24 NOV. 1990. ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

পঞ্চম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন সমাপ্ত

'মালে ঘোষণা' সহযোগিতা জোরদার করার অঙ্গীকার

মালে, ২৩শে নভেম্বর (বাসস)।- সার্কের নীতি ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও সহযোগিতা জোরদার করার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে আজ এখানে পঞ্চম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন শেষ হয়েছে। ৬ বছর আগে ঢাকায় যে সার্কের কার্যক্রম শুরু হয়েছিল পঞ্চম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানে দু'বছর বিলম্ব হওয়ায় তার অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। সম্মেলন সাফল্যের সঙ্গেই শেষ হয়েছে এবং ৪ জন নতুন প্রধানমন্ত্রীসহ ৭ দেশের নেতৃবৃন্দ খোলা-খুলিভাবে মত বিনিময় করেছেন। স্বাগতিক মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মামুন আবদুল গাইউমের সভাপতিত্বে এ শীর্ষ সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি এরশাদ, ভারতের প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখর, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ, নেপালের প্রধানমন্ত্রী কৃষ্ণপ্রসাদ ভট্টরায়, ভূটানের রাজা জিগমে সিঙ্গে ওয়াংচুক ও শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী বিজয়তুঙ্গা অংশ নেন। সম্মেলনে ২৭ দফা 'মালে ঘোষণা' গৃহীত হয়। এতে দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের জীবন মান উন্নয়নের জন্য সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়া হয়। এতে পারস্পরিক সমঝোতা, সহযোগিতা ও সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ও স্থিতিশীলতার আহবান জানানোহয়।

সার্ক নেতৃবৃন্দ জাতিসংঘ সনদ ও জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নীতি কঠোরভাবে মেনে চলার মাধ্যমে এ অঞ্চলে শান্তি, স্থিতিশীলতা, শেষ পৃষ্ঠায় ১ম কলামে

'মালে ঘোষণা' ঃ সহযোগিতা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্থিতিশীলতা, মৈত্রী ও অগ্রগতির ওপর জোর দেন।

সমাপনী অধিবেশনে সার্ক পরারাষ্ট্রমন্ত্রীরা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কনভেনশনে স্বাক্ষর করেন।

মাদক চোরাকারবার ও মাদকের অপব্যবহার রোধে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে নেতৃবৃন্দ সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এই কনভেনশন কার্যকর করার লক্ষ্যে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার আহবান জানান।

নেতৃবৃন্দ মাদক চোরাকারবার এবং আন্তর্জাতিক অস্ত্র ব্যবসা ও সন্ত্রাসী তৎপরতার মধ্যে যোগসাজশ বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

নেতৃবৃন্দ প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত সার্ক মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্তে অনুমোদন করেন।

আঞ্চলিক প্রকল্প নির্ধারণ ও উন্নয়নে সহজ শর্ত ঋণের ব্যাপারে তহবিল গঠনের ধারণাকে সার্ক নেতৃবৃন্দ স্বাগত জানান।

সার্কের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিতে নীতিবাচক প্রভাব, বাণিজ্যিক বাধা, বৈদেশিক ঋণ সমস্যা ও উচ্চ সুদের হারে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

সার্ক গতকাল যে প্রস্তাব অনুমোদন করে, তাতে ইরাকের কুয়েত দখলের নিন্দা করা হয় এবং উপসাগরীয় সংকটের শান্তিপূর্ণ একটা নিষ্পত্তির আহবান জানানো হয়।

কূটনৈতিক সূত্রে বলা হয়েছে, সার্কের চূড়ান্ত ঘোষণাপত্রে ঠিক যেভাবে ইরাকের বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছে ঠিক অতটা সমালোচনা হবে আগে থেকে তা অনুমিত হয়নি। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ওই নিন্দাবাদ জ্ঞাপনে আরো কড়া ভাষা ব্যবহারের জন্য চাপ দেয়। উল্লেখ্য, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ এই দুই রাষ্ট্রই উপসাগরে মোতায়েন যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন বহুজাতিক বাহিনীতে সৈন্য পাঠিয়েছে।

এই দুই দেশের প্রতিনিধিদলের সূত্রে জানা গেছে যে, ভারত আরো নরম সুর ব্যবহারের অনুরোধ জানিয়েছিল এবং প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখরের ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের পরেই কেবল ভারতীয় দল ওই নিন্দা প্রস্তাবের ব্যাপারে মত

ভূটান, ভারত, নেপাল, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলংকা এবং মালদ্বীপের নেতৃবৃন্দ উপসাগর সংকটের ফলে সৃষ্ট মারাত্মক অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া কাটিয়ে উঠায় তাদেরকে সাহায্য করার জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তার আবেদন জানিয়েছেন।

ঘোষণায় অবিলম্বে ইরাককে কুয়েত ছেড়ে যাবার আহবান জানিয়ে বলা হয়েছে, এতে যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতিতে তার মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়েছে।